প্রথম আলো

তারিখ ... 2 APR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ শিক্ষকের পদত্যাগে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া

তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা

প্রথম আলো ডেস্ক

এ মুহূর্তে দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে গত ২৩ দিন ধরে অসহযোগ চলছে। গতকাল মঙ্গলবার সেখানে শিক্ষক সমিতি কনভেনশন থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা করেছে বইমিছিল।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যসহ তিন শীর্ষ কর্তাব্যক্তির পদত্যাগ কর্মবিরতি চলছে ১২ দিন ধরে। কিন্তু সংকট নিরসনের কোনো লক্ষণ নেই। এ অবস্থায় শিক্ষক সমিতির নীতিনির্ধারণী সভায় আজ অবস্থান ধর্মঘটসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষিত হতে যাচ্ছে।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মাঠে নেমেছে ছাত্রদলও। গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে তারা অনির্দিষ্টকালের ছাত্রধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বিএনপিপন্থী জিয়া পরিষদের ১৩ শিক্ষকের একযোগে পদত্যাগের ঘটনায় ক্যাম্পাসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তবে গতকাল পর্যন্ত পদত্যাগপত্রগুলো গৃহীত হয়নি।

আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর

সিলেট : শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চারটি সংগঠন গতকাল ক্যাম্পাসে অবস্থান

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ধর্মঘট পালন করে। সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয় মিনি অডিটোরিয়ামে এক হয় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পূর্বঘোষিত কনভেনশন। নিয়ার্জো কমিটির আহ্বায়ক ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. আখতারুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ও নিয়ার্জো কমিটির সদস্য সৈয়দ হাসানুজ্জামানের পরিচালনায় প্রায় চার ঘণ্টাব্যাপী কনভেনশন চলে। বক্তারা উপাচার্য পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কনভেনশনে ঘোষণা দেওয়া হয়, বর্তমান উপাচার্য থাকাকালীন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সর্বাত্মক অসহযোগ প্রদর্শন করে যাবেন। কনভেনশন আন্দোলনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়েও আলোচনা হয়।

কনভেনশনে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ছালিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, 'প্রয়োজনে আমরা বিভাগীয় পর্যায়ে কনভেনশন করব, তবু সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে একজন অযোগ্য উপাচার্যকে দিয়ে ধ্বংস হতে দেব না।' তিনি বলেন, সিলেটবাসীই এই বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করবে।

অধ্যাপক সুশান্ত কুমার দাস বলেন, 'সিলেটের জনগণের সামনে এই উপাচার্যের ভণ্ড চেহারাটিকে আমরা উন্মোচন করে দিতে চাই। সিলেটবাসী তার বিচারের ভার নেবে।'

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. আবদুল আউয়াল বিশ্বাস, ড. ইলিয়াদ উদ্দিন বিশ্বাস, ড. কবীর হোসেন, কর্মকর্তা প্রদীপ বীরী, আবুল কাশেম, বেবিতা সুলতানা, কর্মচারী জহির, নুরুল ইসলাম, বায়েজীদ, আবদুর রউফ, বায়রুল বকত চৌধুরী প্রমুখ।

এদিকে জাতীয় ছাত্রদল শিক্ষা কার্যক্রম চালুর দাবিতে ক্যাম্পাসে বইমিছিল ও সমাবেশ করেছে। সমাবেশে বক্তারা বলেন, উপাচার্য মার্চ মাসের মধ্যে অচলাবস্থার নিরসন করে এপ্রিল থেকে ক্লাস চালুর আশ্বাস ইতিপূর্বে দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। প্রশাসন তার আশ্বাস পালনে ব্যর্থ হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা আজ বই নিয়ে রাজপথে নেমেছে।

প্রগতিশীল ছাত্র জোটও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। সমাবেশে অচলাবস্থার জন্য প্রশাসনকে দায়ী করে ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করার জন্য উপাচার্যের প্রতি আবারও আহ্বান জানানো হয়।

বুকভেঙ্গী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান ধর্মঘট ও মানববন্ধন করে। আজও তারা অবস্থান ধর্মঘট পালন করবে।

এ ছাড়া সিলেটের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, বিরাজমান সংকটের সমাধান, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনের স্বাভাবিকতা এবং অভিভাবকদের অর্থিক সম্পত্তির বিষয়টি মানবিক মূল্যবোধ ও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে অবিলম্বে বর্তমান উপাচার্যের পদত্যাগ করা উচিত।

বিবৃতিদাতারা হলেন, সিলেট মহানগর নাগরিক অধিকার বাস্তবায়ন সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী, সিলেট বিভাগ উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সিলেট বিভাগ গণসংগ্রাম পরিষদের সভাপতি আবুল ফজল, সচেতন নাগরিক সমাজ মহানগর কমিটির আহ্বায়ক আলহাজ মকলিছুর রহমান, গণসংস্কৃতি কেন্দ্রের চেয়ারম্যান নোমান আহমদ, পেশাজীবী ফোরামের সভাপতি মাহবুবুল আলম, দুর্নিবার ক্রীড়াচক্রের সভাপতি গাজীফুল হক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের চেয়ারম্যান সেলিম আহমদ, মুক্তবাজ প্রবাসী কমিউনিটি নেতা হুমায়ুন চৌধুরী প্রমুখ।

উপাচার্য মো: শফিকুর রহমানের বিরুদ্ধে ৩৯টি পুনর্নিষ্ঠ অভিযোগ তুলে তার পদত্যাগের দাবিতে নিয়ার্জো কমিটি আন্দোলন শুরু করে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : উপাচার্য অধ্যাপক জসিম উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এম ইমামউদ্দিন ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এ বি এম এনায়েত হোসেনের পদত্যাগের দাবিতে কর্মবিরতি অব্যাহত রয়েছে। গতকালও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে উপাচার্য-সমর্থক শিক্ষকরা ছুটিতেও ক্লাস নিয়েছেন। প্রশাসন সংকট নিরসনে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। শিক্ষক সমিতি আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে জানা গেছে।

গতকাল শিক্ষক সমিতি নীতিনির্ধারণী বৈঠক শুরু করেছে। আজও বৈঠকে বসতে হবে। বৈঠকে কর্মবিরতির পাশাপাশি অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

অচলাবস্থা দীর্ঘ হওয়ায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আন্দোলন এড়াতে ছুটি ঘোষণা করতে পারে বলেও ক্যাম্পাসে গুজব ছড়িয়েছে। তবে প্রশাসন সূত্র জানিয়েছে, গ্রীষ্মকালীন ছুটির আগে কোনো দীর্ঘ ছুটি নেই।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আমীন মুহাম্মদ আলী বলেন, কর্মবিরতির পাশাপাশি নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে সমাপনী পর্ব ও তৃতীয় সেমিস্টারের ফাইনাল পরীক্ষা এ ধর্মঘটের বাইরে রাখা হয়েছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে প্রতিদিন মিছিল-সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে।

প্রশাসনিক ভবন চত্বরে ছাত্রদল সমাবেশ করেছে। ছাত্রদল সম্পাদক মিজানুর রহমান ও সভাপতি শফিকুল ইসলাম অভিযোগ করেন, উপাচার্য ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ছাত্রদের অধিকার আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। তারা সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে ছাত্রদের এ ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মিছিল-সমাবেশ প্রসঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক সুলতান আহমেদ ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার এম ওয়াজিউল্লাহ সিকদার জানান, পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। উপাচার্য ঢাকায় অবস্থান করায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। উল্লেখ্য, সার্ক টুরের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় না বসে পুলিশি পদক্ষেপ নেওয়ার অভিযোগে এই উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

১৩ শিক্ষকের পদত্যাগ এবং...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া পরিষদের সদস্য ও বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট হুজ্জাতুল আমীকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রতিবাদে জিয়া পরিষদের ওই ১৩ জন শিক্ষক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে 'আমলাতান্ত্রিক ও আওয়ামীকরণের' অভিযোগ তুলে গত সোমবার একযোগে পদত্যাগ করেন।

জিয়া পরিষদের অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইবির প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন শাপলা ফোরাম ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের শিক্ষকরা। গতকাল পৃথক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সেখানে প্রায় ৮০ ভাগ পদেই সরকারদলীয় শিক্ষকরা আসীন হয়েছেন, সেখানে আওয়ামীকরণ করা হলো কীভাবে।

একাধিক দায়িত্বশীল সূত্রমতে, জিয়া পরিষদ ইবি শাখার সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ড. মোশাররফ হোসেনের চাপে ওই ১৩ জন শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনির সঙ্গে ট্রেজারারের বিরোধ চলে আসছিল।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জিয়া পরিষদের একজন শিক্ষক জানান, আমাদের পদত্যাগ করতে বললেও ট্রেজারার নিজের পদ ঠিকই আগলে রেখেছেন।

পদত্যাগের বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুজাফ্ফর রহমান গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের কারো সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।